ব্যবসায়িক উপস্থাপনায় মাইক্রোসফ্‌ট পাওয়ারপয়েন্ট

আশফাক হায়াত খান উপল ও সারওয়ার আমীন

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট (Microsoft PowerPoint) হলো এক ধরনের অফিস প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার। নামটি শুনে অপরিচিত মনে হতে পারে, তাই বলে এটি হেলাফেলা করার মতো কোন সফটওয়্যার নয়। প্রত্যেকটি সফটওয়্যারের স্বতন্ত্র একটি গ্রুপ রয়েছে, যেমন- ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট এনালাইসিস, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। তেমনি 'অফিস প্রেজেন্টেশন'ও আরেক ধরনের গ্রুপ। এ ধরনের সফটওয়্যারের গ্রুপে আরও অনেক প্যাকেজ রয়েছে যেমন- এডলাস পারসুয়েসন, লোটাস, ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স, হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ইত্যাদি। আইবিএম লোটাস কর্পোরেশনকে কিনে নেয়ার পর আইবিএম-এর পিসির সাথে লোটাস স্মার্ট সুইট বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। লোটাস স্মার্ট সুইট-এর সাথে সাধারণত ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স থাকে, অপরদিকে মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ গ্রুপের মধ্যে এম.এস. ওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেল-এর পাশাপাশি পাওয়ারপয়েন্ট সফটওয়্যারটি পাওয়া যায়। প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পাওয়ারপয়েন্টই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এটি তৈরি করেছে সফটওয়্যার কোম্পানির রাজা মাইক্রোসফট কর্পো.। তাছাড়া এটার নিজস্ব শক্তি ও সহজ ব্যবহারতো রয়েছেই।

যা হোক মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট বিদেশে বেশ আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল এর এপল ম্যাকিন্টোশ ভার্সনটির জন্য। বাংলাদেশে এর তেমন প্রচলন ছিল না বললেই চলে, কারণ অফিস পরিবেশে ম্যাকিন্টোশ কমপিউটারের ব্যবহার খুব বেশি হয়নি। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম জনপ্রিয় হওয়ার পর এর উইন্ডোজ ভার্সনটির আইবিএম পিসি বা কমপাটিবল কমপিউটারে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার শুরু হতে থাকে। সাম্প্রতিক ভার্সন ৩.০ বহু ফীচারযুক্ত, সহজে ব্যবহার উপযোগী এবং আগের চেয়েও অনেক শক্তিশালী।

ধরা যাক আপনার অফিসে আপনি পণ্যদ্রব্য, সেবাকর্ম কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনার ক্লায়েন্টদের কিংবা দর্শকদের অবহিত করতে চান। মুখে লেকচার দিয়ে, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দেয়ার দিন এক সময় ছিল। তারপর এলো ওভারহেড প্রজেক্টরের যুগ। এর দ্বারা আপনি যেকোন বস্তুকে বহুগুণ বিবর্ধিত আকারে দেখতে পারেন। কিন্তু এখন কমপিউটারের যুগ, প্রত্যেকটি কাজেই কমপিউটারের সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ব্যবসায়িক উপস্থাপনার কাজেও কমপিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যদি আপনার উপস্থাপনার দর্শক সংখ্যা এক থেকে চার-পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় তবে তাদের আপনার কমপিউটার স্ক্রীন বা মনিটরই উপস্থাপনাটি সফলতার সাথে দেখাতে পারবে। কিন্তু দর্শক সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয় তখন কি করবেন? তখন তো ছোট ১৪ ইঞ্চি কমপিউটার স্ক্রীনে উপস্থাপনাটি সকলকে দেখানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এর উপায় হিসেবে ২টি পন্থার কথা বলা যায়। প্রথমত, আপনার যদি ওভারহেড প্রজেক্টর থাকে তাহলে একটি ইলেকট্রনিক এলসিডি প্যানেলের মাধ্যমে তা প্রায় ৫ থেকে ৭ ফিট পর্যন্ত (আনুমানিক ৫০ ইঞ্চি পর্দা) বড় দেখানো যায়। এটি একটি আধুনিক প্রেজেন্টেশন ডিভাইস যা কমপিউটার মনিটরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। 3M কোম্পানির এই প্যানেল বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

আরেকটি উপায় হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল প্রজেক্টর বা ভিডিও প্রজেক্টরের ব্যবহার। কমপিউটারের আউটপুট প্লট থেকে সরাসরি সংযোগ নিয়ে এটি সর্বোচ্চ প্রায় ২০০ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় আকারে কমপিউটার স্ক্রীনকে দেখাতে পারে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল জুম লেন্সের ব্যবহার। এর মাধ্যমে উপস্থাপনা ইচ্ছেমত ছোট-বড় যে কোন আকৃতিতে দেখানো যায়। তাছাড়া ওভারহেড প্রজেক্টরের প্রয়োজন পড়ে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচন পদপ্রার্থী এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব সালমান এফ রহমান তার নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণকে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট দ্বারা তৈরি প্রেজেন্টেশন লিকুইড ক্রিস্টাল প্রজেক্টর দিয়ে প্রদর্শন করে বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষায় 'দর্শকদের মনে এতে ভাবান্তর ঘটে'। বস্তুত রঙীন ঝকমকে এবং বিরাট আকারের দৃষ্টিনন্দন প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনাটিকে সফল এবং চমকপ্রদ করে তুলে-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এর পিছনে রয়েছে সফটওয়্যার হিসেবে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট-এর অবদান।

চিন্তা করে দেখুনতো, আপনার কাছে কোন ক্লায়েন্ট এলে আপনি কিছুই করলেন না। শুধুমাত্র পাওয়ারপয়েন্ট ওপেন করে স্লাইড শো চালিয়ে দিলেন। তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এটি ইংরেজি কিংবা বাংলায় (যদি বাংলা ইন্টারফেস থাকে যেমন বিজয়, প্রশিকা, লেখনী, নকসী ইত্যাদি) ছবিসহ আপনার পণ্যদ্রব্যাদি বা বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদর্শন করবে। আপনার কমপিউটারে যদি সাউন্ডকার্ড থাকে তাহলে আপনার নিজস্ব শব্দ স্লাইডে যোগ করে প্রেজেন্টেশনকে আরো সুন্দর ও কার্যকর করতে পারেন।

লক্ষ্য করেছেন হয়তো গ্রামে-গঞ্জে, বিভিন্ন হাট-বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্যানভাসার তাদের পণ্যের বিবরণ ও গুণাবলী আগে থেকেই ক্যাসেট রেকর্ডারে রেকর্ড করে রাখে, ক্যানভাস করার সময় তা বাজিয়ে শুধুমাত্র কিছুটা অভিনয় করে তা জনগণকে প্রদর্শন করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে করে তাকে একই বক্তব্য বার বার উপস্থাপন করতে হয় না। অনেক সময় সে কোন বিষয় বা পয়েন্ট ভুলে যেতে পারে কিংবা কোন ভুল তথ্য প্রকাশ করতে পারে। ক্যাসেট রেকর্ডারে রেকর্ড করা থাকলে এসব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পাওয়ারপয়েন্টও অনেকটা তেমনি। একই বিষয়ে বার বার বক্তব্য দেয়ার হাত থেকে আপনার কমপিউটারটি আপনাকে রক্ষা করতে পারে। শুধুমাত্র আপনার অফিসে, কারখানায় পণ্য বা সেবার উপস্থাপনায়ই নয়, বিভিন্ন প্রদর্শনী বা মেলাতেও মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট-এর মাধ্যমে চমৎকার স্লাইড শো প্রদর্শন করা সম্ভব। বিভিন্ন কমপিউটার মেলায় ইতোমধ্যে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে।

গ্রাফিক্স এবং টেক্সট্-এর ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রেও এটি বেশ সিদ্ধহস্ত। পাওয়ারপয়েন্ট তার শক্তিশালী গ্রাফিক্স এবং টেক্সট্ টুলের মাধ্যমে অনেকগুলো স্লাইড তৈরি করে তা পূর্ণ পর্দায় প্রদর্শন করতে পারে। উচ্চ রেজুলেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়ার ব্যবস্থা এতে আছে। বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে চমৎকার রঙিন কারুকাজ দেয়া সম্ভব। এক স্লাইড থেকে অন্য স্লাইডে যাওয়ার সময় কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে পরিবর্তন আসে তা অত্যন্ত সুচারুরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য আরও আছে প্রায় ৪৫ প্রকারের ট্রানজিশন ইফেক্ট। তাছাড়া একই স্লাইড এর মধ্যে অনেক ধরনের ইফেক্ট প্রদর্শন করা যায়। শব্দ সংযোজন পাওয়ারপয়েন্ট-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। মালটিমিডিয়া কমপিউটার ব্যবহারকারী অর্থাৎ যাদের পিসিতে সাউন্ডকার্ড আছে তারা ইচ্ছা করলেই তাদের স্লাইডে তাদের নিজস্ব শব্দ ঢুকিয়ে দিতে পারেন যার ফলে তাঁর পিসিটি হয়ে উঠবে তাঁর একটি আজ্ঞাবহ মুখপাত্র। যে শুধু প্রদর্শনী করবে না পাশাপাশি আপনার পণ্যসামগ্রী বা সেবার গুণগানও গাইবে।

পাওয়ারপয়েন্ট-এ ছবি সংযোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এতে রয়েছে কয়েক হাজার ছবির সমাহারে তৈরি ক্লিপ আর্ট লাইব্রেরী। এই ছবিগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে (যেমন : কমপিউটার, হিউম্যান, অটোমোবাইল ইত্যাদি) বিভিন্ন গ্রুপে সাজানো রয়েছে। এক একটি গ্রুপে রয়েছে অনেকগুলো ছবি। বস্তুতঃ এমন কোন বস্তু নেই যার ছবি এতে নেই। এটি উপস্থাপনার মানকে যে বহুগুণে বর্ধিত করে তুলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, আজকাল বেশিরভাগ অফিস, কলকারখানা, শো রুমে এমন সব কমপিউটার ব্যবহার করা হয় যার প্রকৃত ব্যবহার ব্যবহারকারীরা করেন না বা করতে জানেন না। অধিকাংশে অফিসে এখন ৪৮৬ বা তদুর্ধ পর্যায়ের পিসি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি এমনও দেখেছি যে, ৪৮৬ ডিএক্স-২ কমপিউটার দিয়ে শুধুমাত্র ওয়ার্ড পারফেক্ট ৫.১ না চালাতে, অথচ মেশিনটি আধুনিক ও সাম্প্রতিক সব সফটওয়্যারে ঠাসা। এখন যে সমস্ত পিসি বিক্রি হচ্ছে তার প্রায় সবকটিতেই মাইক্রোসফট অফিস রয়েছে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এর মধ্যে পাওয়ারপয়েন্টও রয়েছে। তাই আজই পাওয়ারপয়েন্ট-এ আপনার মাউস নিয়ে ক্লিক করুন আর উপভোগ করুন পাওয়ারপয়েন্ট-এর অপরিসীম ক্ষমতা। উইন্ডোজে এবং উইন্ডোজভিত্তিক সফটওয়্যারে কাজ করে যাদের অভ্যাস আছে তাদের পক্ষে ব্রাউজিং বা ঘাটাঘাটি করে এটি মোটামুটিভাবে শিখে নেয়া মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়। মোট কথা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড জানেন তো? তাতেই চলবে। আর এটি হচ্ছে জি.ইউ.আই. (গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস)-এর প্রোগ্রাম। এর চেয়ে সহজবোধ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য সফটওয়্যার আর কোথায় পাবেন? তবুও যদি অসুবিধা হয়, অনলাইন হেল্প তো রয়েছেই। হেল্প-এ ক্লিক করুন আর যা জানেন না তা জেনে নিন এবং যা জানেন তাকে আরও শক্তিশালী করুন।

উপসংহারে এটুকুই বলি যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উপস্থাপনার প্রয়োগ দিন দিন বাড়ছে এবং তা বাড়তেই থাকবে। এ ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট একটি কার্যকরী পাওয়ার টুল হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর গুরুত্ব যে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে সে বিষয়ে কোনরকম সংশয় অবান্তর। কারণ এটি হচ্ছে মাইক্রোসফটের পণ্য। এ কোম্পানিটি যা তৈরি করে তা এর উঁচু মান বজায় রেখে বিশ্ববাজার দখল করে ব্যবহারকারীর মন জয় করার জন্যই তৈরি করে। কাজেই আপনার কাজ আজই শুরু করুন পাওয়ারপয়েন্ট-এ।